

শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সাময়িক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: ডিজিটাল প্রযুক্তি | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক
শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন
মূল্যায়ন

একীভূত



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে
শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : ডিজিটাল প্রযুক্তি

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করেছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রস্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

সাধারণ নির্দেশনা:

শুরুতেই ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে

পারে। সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়। উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন। বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই ছবছ তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

শিখন যোগ্যতা ৭.১ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপযুক্ত তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ করা ও তথ্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারা

শিখন যোগ্যতা ৭.২ অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত, কারিগরি ও ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে কোন বাস্তব সমস্যাকে বিশ্লেষণ পূর্বক তার সমাধানের জন্য অ্যালগরিদম ডিজাইন ও ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারা এবং তা প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারা

শিখন যোগ্যতা ৭.৩ বিভিন্ন ধরণের (তারযুক্ত, তারবিহীন ইত্যাদি) নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার কীভাবে হয় এবং তথ্যের সুরক্ষা কীভাবে হয় তা পর্যালোচনা করতে পারা

শিখন যোগ্যতা ৭.৪ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারা

শিখন যোগ্যতা ৭.৮ সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নীতিগত অবস্থান নির্ধারণ করতে পারা

শিখন যোগ্যতা ৭.৯ প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত শিষ্টাচার বজায় রাখা

- কাজের সারসংক্ষেপ

বার্ষিক মূল্যায়ন প্রকল্পঃ 'সাইবার নিরাপত্তা এবং নাগরিক সেবা হেল্প ডেস্ক'

প্রকল্প মূলভাবনা:

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে দুইটি সমস্যা সমাধানে দুটি হেল্প ডেস্ক তৈরি করবে -

১। থিম ১ – সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলায় হেল্প ডেস্ক

২। থিম ২ – নাগরিক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে হেল্প ডেস্ক

শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দল তাদের পরিবারের সদস্যরা এবং আশেপাশের মানুষজন সাইবার নিরাপত্তা জনিত কি কি ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে চিহ্নিত করবে। প্রয়োজনে শিক্ষক এবং অভিভাবকের সহায়তা নিয়ে ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করবে।

শিক্ষার্থীদের অন্য কয়েকটি দল তাদের পরিবারের সদস্য এবং আশেপাশের মানুষদের কী ধরনের নাগরিক সেবা প্রয়োজন হয় তা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে চিহ্নিত করবে। এক্ষেত্রেও প্রয়োজনে তারা শিক্ষক এবং অভিভাবকের সহায়তা নিয়ে নাগরিক সেবার ধরনগুলো চিহ্নিত করবে।

প্রতিটি সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি কীভাবে মোকাবেলা করা যায় তা শিক্ষার্থীদের দলগুলো অনুসন্ধান করে নির্ণয় করবে। একই ভাবে প্রতিটি নাগরিক সেবা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান শিক্ষার্থীদের অন্য দলগুলো অনুসন্ধান করে নির্ণয় করবে। অনুসন্ধান ও সমস্যা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই, অন্যান্য বই, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের দলগুলো উল্লেখিত দুটি ক্ষেত্রের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য দুটি হেল্প ডেস্ক তৈরি করবে। হেল্প ডেস্ক দুটিতে কোড অনুসরণ করে সমস্যার তালিকা থাকবে এবং সমস্যার সমাধানগুলোও কোড অনুসারে সাজাতে হবে। যে সকল সমস্যা তালিকায় থাকবে না সেগুলো সমাধানের জন্য আরেকটি হেল্প ডেস্ক থাকবে যেখানে শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দল থেকে দুই জন করে সদস্য থাকবে সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদানের জন্য।

এক দলের শিক্ষার্থীরা আরেক দলের হেল্প ডেস্ক থেকে নিজেদের সমস্যার সমাধান নিবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হেল্প ডেস্ক গুলো বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং সকলে হেল্প ডেস্কগুলো থেকে সেবা নিতে পারবে। সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ব্যতীত অন্য যারা হেল্প ডেস্কগুলো থেকে সেবা নিবে তারা সেবার মান সম্পর্কে ২/৩ লাইনে রিভিউ লিখবে। কার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে ৩০ মিনিট সময় পাবে যে সময় তারা তাদের এই পুরো অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদন তৈরি করবে। প্রতিবেদনে এই পুরো কাজটি কীভাবে হয়েছে তা স্লোচার্ট এঁকে প্রকাশ করে দেখাবে এবং হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে সেবা প্রদানের পুরো প্রক্রিয়া যদি তারযুক্ত বা তারবিহীন নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে করা হতো তাহলে কি করতে হতো তা লিখে প্রকাশ করবে।

- ধাপসমূহ:

- ধাপ ১ (প্রথম কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)

কাজ ১:

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে জোড় সংখ্যক দলে ভাগ করে দিবেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে কোন দলেই যেন ৬ জনের বেশি শিক্ষার্থী না থাকে। দলগুলোকে ১, ২, ৩, ৪ ... এভাবে নামকরণ (নম্বরিং) করবেন।
- থিম ১ - সাইবার নিরাপত্তা হেল্প ডেস্ক বেজোড় নম্বর (১, ৩, ৫...) দলগুলো এটি তৈরির কাজ করবে।
- থিম ২ - নাগরিক সেবা হেল্প ডেস্ক জোড় নম্বর (২, ৪, ৬...) দলগুলো এটি তৈরির কাজ করবে।

কাজ ২:

সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে যে দলগুলো কাজ করবে তারা দলে বসে তাদের পরিবারের সদস্য এবং আশেপাশের মানুষজন কী ধরনের সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তার তালিকা তৈরি করবে।

একই ভাবে নাগরিক সেবা নিয়ে কাজ করা দলগুলোর সব সদস্য দলে বসে তাদের পরিবারের সদস্য এবং আশেপাশের মানুষজনের কী ধরনের নাগরিক সেবা প্রয়োজন হয় তার তালিকা তৈরি করবে।

দুই দলকেই শিক্ষক সমস্যা চিহ্নিতকরণে যথাযথ সহায়তা প্রদান করবেন। পাশাপাশি এক দল অন্য দলকেও সমস্যা চিহ্নিত করণে সহায়তা প্রদান করবে।

সবগুলো সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি এবার শিক্ষার্থীরা মিলে একটি কাগজে লিখে ফেলবে। প্রতিটি সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকিকে আলাদা আলাদা কোডিং (নাম্বারিং) করবে।

একই ভাবে সবগুলো নাগরিক সেবাকেও শিক্ষার্থীরা একটি কাগজে লিখে ফেলবে এবং আলাদা আলাদা কোডিং (নাম্বারিং) করবে।

কাজ ৩:

শিক্ষার্থীরা যেসকল সাইবার নিরাপত্তা জনিত ঝুঁকি / সমস্যা চিহ্নিত করেছে সেগুলোকে শিক্ষক বেজোড় নম্বর দলগুলোর মাঝে ভাগ করে দিবেন। প্রতিটি দল তাদের জন্য নির্ধারিত ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার উপায় নির্ণয় করে আলাদা আলাদা কাগজে লিখবে।

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৭.১ ও ৭.৮ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৭.১.১ ও ৭.৮.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

একইভাবে অন্যদলের শিক্ষার্থীরা যেসকল নাগরিক সেবা চিহ্নিত করেছে সেগুলোকে শিক্ষক জোড় নম্বর দলগুলোর মাঝে ভাগ করে দিবেন। প্রতিটি দল তাদের জন্য নির্ধারিত নাগরিক সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতিগুলো নির্ণয় করে আলাদা আলাদা কাগজে লিখবে।

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৭.১ ও ৭.৫ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৭.১.১ ও ৭.৫.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

**শিক্ষার্থীরা নিজেদের মাঝে কাজগুলো এমনভাবে ভাগ করে নিবে যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই কোন না কোন সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি বা নাগরিক সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি নিয়ে কাজ করতে হয়।*

**এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের কাজটি শিক্ষার্থীরা বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকদের কাছে জিজ্ঞেস করে, বিভিন্ন বই পড়ে বা ইন্টারনেট থেকে সহায়তা নিয়ে করতে পারবে। কর্মদিবস ২ শুরু আগের তথ্যগুলো (সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি ও নাগরিক সেবার প্রাপ্তির পদ্ধতি) সংগ্রহ করে আলাদা আলাদা কাগজে লিখে ফেলতে হবে।*

কাজ ৪:

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কর্মদিবস ২ এর কাজ বুঝিয়ে দিবেন। কর্মদিবস ২ এর কাজ হবে হেল্প ডেস্ক তৈরি করে নিজেরা সেগুলো থেকে সাহায্য পাচ্ছে কিনা তা যাচাই করা। হেল্প ডেস্ক তৈরির জন্য শিক্ষার্থীদের যে কাজগুলো করতে হবে সেগুলো হল-

- প্রতিটি সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলার উপায়কে আলাদা খামে ভরে কোডিং করা। (বিজোড় নম্বর দলগুলোর কাজ)
- প্রতিটি নাগরিক সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতিকে আলাদা খামে ভরে কোডিং করা। (জোড় নম্বর দলগুলোর কাজ)

- প্রতিটি সমাধানের কোডের সাথে পোস্টারে লেখা সমস্যার (প্রথম কর্মদিবসের কাজ ২) কোডিং এর যেন মিল থাকে তা নিশ্চিত করা।
- হেল্প ডেস্ক দুটি স্থাপনের জন্য যায়গা খুঁজে বের করা।
- শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত তালিকায় নেই এমন সমস্যা সমাধানের জন্য তৃতীয় একটি মানব হেল্প ডেস্ক তৈরি করা এবং সেখানে বসার জন্য প্রতি দল থেকে একজন/দুইজন করে নির্বাচন করা।

○ ধাপ ২ (দ্বিতীয় কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

টেবিল / ডেস্ক / পোডিয়াম (হেল্প ডেস্ক তৈরির জন্য)

খাম (সাইবার বাঁকি মোকাবেলার উপায় এবং নাগরিক সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতিগুলো আলাদা করে কোডিং করা রাখার জন্য)
পোস্টার পেপার / আর্ট পেপার / সাদা কাগজ / পুরানো ক্যালেন্ডার (হেল্প ডেস্কের সামনে নাম লেখার জন্য)

কাজ ১:

শিক্ষার্থীরা তাদের সমাধানগুলো আলাদা আলাদা খামে ভরে সমস্যার তালিকা অনুসারে কোডিং করবে। কোডিং শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছেমত সংখ্যা বা বর্ণ

হেল্প ডেস্ক দুটি তৈরি করে সমস্যার তালিকাগুলো নিজ নিজ হেল্প ডেস্কের সামনে ঝুলিয়ে দিবে এবং ডেস্কের উপর সমাধানের খামগুলো সাজিয়ে রাখবে।

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৭.২ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৭.২.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

কাজ ২:

শিক্ষার্থীরা নিজেদের হেল্প ডেস্ক গুলো কাজ করছে কি না তা নিজেরা যাচাই করবে

সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা দলগুলোর সদস্যরা নাগরিক সেবা নিয়ে কাজ করা দলগুলোর হেল্প ডেস্কে যাবে এবং নাগরিক সেবা নিয়ে কাজ করা দলগুলোর সদস্যরা সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা দলগুলোর হেল্প ডেস্কে যাবে। এভাবে দুটি হেল্প ডেস্ক থেকেই প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা শিক্ষার্থীরা নিজেরা যাচাই করে দেখবে। হেল্প ডেস্কগুলোতে কোন ধরনের সমস্যা পাওয়া গেলে শিক্ষার্থীরা একে অপরকে তা সমাধান করতে সহায়তা করবে।

কাজ ৩:

মূল্যায়ন উৎসবের দিন শিক্ষার্থীদেরকে যে প্রতিফলনমূলকও প্রতিবেদনটি লিখতে হবে সেটি সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদান করবেন।

প্রতিবেদনের কিছু কাজ শিক্ষার্থীরা এই সেশনে করবে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ দলের কাজগুলো কীভাবে করেছে তা ফ্লোচার্ট ঐক্যে প্রকাশ করবে। একই সাথে এই কাজগুলো করার ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করেছে তাও শিক্ষার্থীরা নির্ণয় করবে। অর্থাৎ দুইটি দলেরই শিক্ষার্থীর পুরো কার্যক্রমের মধ্যে নেটওয়ার্ক এর বিভিন্ন উপাদান কীভাবে কাজ করেছে তা লিখবে।

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৭.২ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৭.২.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

কাজ ৪:

মূল্যায়ন উৎসবের দিন হেল্প ডেস্ক গুলো উদ্বোধনের জন্য শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের নিয়ম মেনে তাদের প্রধান শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানাবে।

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৭.৯ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৭.৯.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

কাজ ৫:

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন উৎসবের দিনের কাজ বুঝিয়ে দিবেন। মূল্যায়ন উৎসবের দিন শিক্ষার্থীরা যে কাজগুলো করবে সেগুলো হল-

- হেল্প ডেস্কগুলো কোড অনুসারে সাজিয়ে সেগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত করা। (১ থেকে ১.৫ ঘণ্টার জন্য)
- হেল্প ডেস্ক গুলো থেকে কোড অনুসারে সহায়তা না পেলে যে মানব হেল্প ডেস্কে যেতে হবে সেটি তৈরি করা এবং সেখানে কোন শিক্ষার্থীরা থাকবে তা নির্ধারণ করা।
- হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান শেষে পুরো অভিজ্ঞতাটি নিয়ে একটি প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদন লেখা।

০ ধাপ ৩ (তৃতীয় কর্মদিবস : ১২০ মিনিট বা প্রয়োজনে কিছুটা বেশি সময়)

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

টেবিল / ডেস্ক / পোডিয়াম (হেল্প ডেস্ক তৈরির জন্য)

পোস্টার পেপার / আর্ট পেপার / সাদা কাগজ / পুরানো ক্যালেন্ডার (হেল্প ডেস্কের সামনে নাম লেখার জন্য)

ডায়রি / খাতা / সাদা কাগজ (সহায়তা গ্রহণকারীদের রিভিউ লেখার জন্য)

কাজ ১:

শিক্ষার্থীরা তাদের হেল্প ডেস্ক গুলো সাজিয়ে প্রস্তুত করে সহায়তা প্রদানের জন্য উন্মুক্ত করবে।

কাজ ২:

বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিক্ষক বৃন্দ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃন্দ হেল্প ডেস্কগুলো থেকে সহায়তা নিবে। সহায়তা নেয়ার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের সমস্যা হচ্ছে কিনা তার প্রতি শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য রাখবে। সহায়তা গ্রহণকারীরা যেন রিভিউ প্রদান করেন সেটি শিক্ষার্থীরা নিশ্চিত করবে।

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৭.৯ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৭.৯.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

কাজ ৩:

শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে তাদের প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদনটি তৈরি করবে। প্রতিবেদনে শিক্ষার্থী পুরো কাজটি করতে গিয়ে নিজেদের অনুভূতি লিখবে, নতুন কি জানতে পারল তা লিখবে। প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এই পুরো কাজটি যদি তারা তারবিহীন এবং তারযুক্ত নেটওয়ার্কের সাহায্য করত তাহলে তারা কীভাবে করত বলে সে মনে করে। (এখানে শিক্ষার্থী 'বন্ধু নেটওয়ার্কে ভাব বিনিময়' অভিজ্ঞতাটি থেকে যা নতুন যা জেনেছে বা অভিজ্ঞতা করেছে তার ভিত্তিতে লিখবে)

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৭.৩ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৭.৩.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

শিক্ষকের কাজ:

- শিক্ষক নির্দেশনাটি সম্পূর্ণ ভালভাবে পড়ে শিক্ষার্থীদের পুরো কাজটি বুঝিয়ে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে কাজ ভাগ করে দিবেন।
- তথ্য অনুসন্ধানের জন্য শিক্ষার্থীদের যথাযথ সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা সঠিক ভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করবেন এবং দলগত কাজগুলোতে যাতে দলের সকল সদস্য অংশগ্রহণ করে তা নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষার্থীদের দলগত কাজগুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় নোট নিবেন।
- ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের মূল্যায়ন উৎসবের দিন প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক, অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থী, এবং বিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করবেন। একই সাথে তারা যেন হেল্প ডেস্ক গুলো থেকে সহায়তা নিয়ে তাঁর রিভিউ দেয় তা নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রতিবেদন লেখার জন্য ৩০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিবেন।
- মূল্যায়নের তিন দিনের পর্যবেক্ষণ এবং শেষ দিনের প্রতিবেদন ও হেল্প ডেস্কের রিভিউ অনুসারে শিক্ষার্থী যোগ্যতা অর্জনের কোন ধাপে আছে তা নির্ধারণ করবেন।
- শিক্ষার্থী যে প্রতিবেদন জমা দিবে সেটি এবং শিক্ষার্থীদের তৈরি হেল্প ডেস্কের সমস্যার সমাধানগুলোকে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের রেকর্ড হিসেবে সংরক্ষণ করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষাণ্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।

এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○। যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তার মধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △। আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

- ১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,
- ২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে। এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।

পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষাণ্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।

একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।

কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

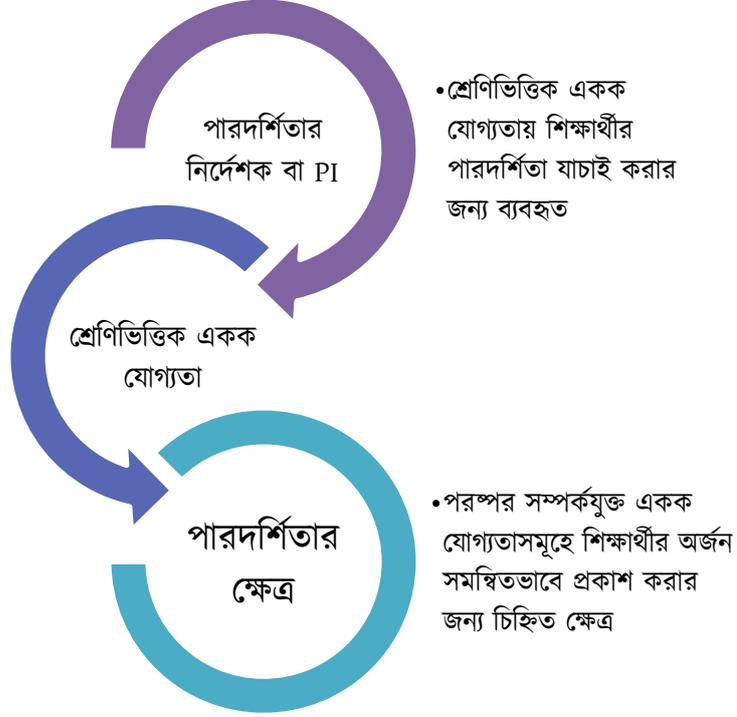
রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মূলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্র

চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মূলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)

বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:



ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

- ১। ডিজিটাল সাক্ষরতা
- ২। আইসিটি সক্ষমতা
- ৩। ডিজিটাল সলিউশান উদ্ভাবন
- ৪। আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, ‘আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার’ ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
৪। আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার	৭.৬ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং এ বিষয়ক নীতি মেনে চলা।	৭.৬.১ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করতে পারবে;
	৭.৭ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিজের ভারুয়াল পরিচিতি তৈরি করা ও তার নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারা।	৭.৭.১ ভারুয়াল পরিচিতির নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণ করতে পারবে;
	৭.৮ সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নীতিগত অবস্থান নির্ধারণ করতে পারা	৭.৮.১ সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নিজের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবে;
	৭.৯ প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত শিষ্টাচার বজায় রাখতে পারা।	৭.৯.১ উপযুক্ত শিষ্টাচার মেনে সক্রিয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পারবে।
	৭.১০ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চলমান পরিবর্তন খোলা মন নিয়ে ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করতে পারা।	৭.১০.১ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চলমান পরিবর্তন নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে;

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। ডিজিটাল সাক্ষরতা	প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে কন্টেন্ট তৈরি করেছে
২। আইসিটি সক্ষমতা	নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পারছে
৩। ডিজিটাল সলিউশান উদ্ভাবন	কোনো বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্যের নিরাপদ বিনিময় বা সম্প্রচারের কৌশল ব্যাখ্যা করছে
৪। আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার	ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)
2. অর্জনমুখী (Achieving)
3. অগ্রগামী (Advancing)
4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

অনন্য (Upgrading)

অর্জনমুখী (Achieving)

অগ্রগামী (Advancing)

সক্রিয় (Activating)

অনুসন্ধানী (Exploring)

বিকাশমান (Developing)

প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (Δ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (\square চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * 100\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৫টি (৭.৬.১, ৭.৭.১, ৭.৮.১, ৭.৯.১, ৭.১০.১)। কোনো শিক্ষার্থী এই ৫ টি PI এর মধ্যে ৩ টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (Δ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি ২টির একটিতে সর্বনিম্ন (\square চিহ্নিত পর্যায়) এবং আরেকটিতে মধ্যবর্তী পর্যায় (\circ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	৫ টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	৩ টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{3 - 1}{5} * 100\% = 80\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
 - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (Δ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (\square চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋণাত্মক হবে:
 - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (Δ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (\square চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:

- যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (Δ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (\square চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
- অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (\circ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান \geq ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান \geq ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান \geq ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান \geq -২৫%
6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান \geq -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ৪০% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে ‘অগ্রগামী (Advancing)’। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, ‘আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার’ পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার					
ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন সামাজিক, নৈতিক ও আইনগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে প্রযুক্তির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহার করতে পেরেছে					

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি সপ্তম শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
১। ডিজিটাল সাক্ষরতা	৭.১ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপযুক্ত তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ করা ও তথ্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারা।	৭.১.১ যেকোন তথ্য সংগ্রহ করে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারবে
	৭.৪ নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট এবং মাধ্যম বিবেচনায় নিয়ে সৃজনশীল কাজের উন্নয়ন ও উপস্থাপনে ডিজিটাল প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারে আগ্রহী হওয়া।	৭.৪.১ প্রেক্ষাপট ও মাধ্যম বিবেচনায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি করতে পারবে।
২। আইসিটি সক্ষমতা	৭.৫ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা গ্রহণ করতে পারা।	৭.৫.১ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে;
৩। ডিজিটাল সলিউশান উদ্ভাবন	৭.২ অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত, কারিগরি ও ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে কোন বাস্তব সমস্যাকে বিশ্লেষণপূর্বক তার সমাধানের জন্য অ্যালগরিদম ডিজাইন ও ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারা এবং তা প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারা।	৭.২.১ ডিজাইন করা অ্যালগরিদমকে প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারবে।
	৭.৩ বিভিন্ন ধরনের (তারযুক্ত, ওয়্যারলেস ইত্যাদি) নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান-প্রদান ও সম্প্রচার কীভাবে করা হয় এবং তথ্যের সুরক্ষা কীভাবে বজায় রাখা হয় তা পর্যালোচনা করতে পারা।	৭.৩.১ নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে;
		৭.৩.২ তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কৌশল নিধারণ করতে পারবে;
৪। আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার	৭.৬ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং এ বিষয়ক নীতি মেনে চলা।	৭.৬.১ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করতে পারবে;
	৭.৭ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিজের ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করা ও তার নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত	৭.৭.১ ভার্চুয়াল পরিচিতির নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণ করতে পারবে;

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	সপ্তম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	সেবা গ্রহণে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারা।	
	৭.৮ সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নীতিগত অবস্থান নির্ধারণ করতে পারা	৭.৮.১ সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নিজের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবে;
	৭.৯ প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত শিষ্টাচার বজায় রাখতে পারা।	৭.৯.১ উপযুক্ত শিষ্টাচার মেনে সক্রিয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পারবে।
	৭.১০ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চলমান পরিবর্তন খোলা মন নিয়ে ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করতে পারা।	৭.১০.১ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চলমান পরিবর্তন নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে;

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু আচরণিক ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

- ১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ
- ২। নিষ্ঠা ও সততা
- ৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৬টি আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সূত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে ৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট

হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা			পারদর্শিতার সূচকের সাথে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কাজের সম্পর্ক
			□	○	△	
৭.১ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপযুক্ত তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ করা ও তথ্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারা।	৭.১.১	যেকোন তথ্য সংগ্রহ করে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারবে	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেকোন তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে পেরেছে	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে একাধিক তথ্য তুলনা করে নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পেরেছে	বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনায় উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে	কর্মদিবস ১: কাজ ৩ সাইবার ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধান এবং জরুরী সেবা সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধান
৭.২ অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত, কারিগরি ও ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে কোন বাস্তব সমস্যাকে বিশ্লেষণ পূর্বক তার সমাধানের জন্য অ্যালগরিদম ডিজাইন ও ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারা এবং তা প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারা	৭.২.১	ডিজাইন করা অ্যালগরিদম কে প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারবে।	শিক্ষার্থী একটি বাস্তব সমস্যাকে সমাধান করার লক্ষ্যে একটি এলগোরিদমকে প্রবাহচিত্রে রূপান্তর করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী একটি বাস্তব সমস্যাকে সমাধান করার লক্ষ্যে একটি এলগোরিদমকে প্রবাহচিত্রে রূপান্তর করে এটিকে সুডোকোডে প্রকাশ করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী যেকোনো অ্যালগরিদমকে প্রবাহচিত্রে রূপান্তর করতে পারছে এবং সেই প্রবাহচিত্রকে সুডো কোডে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছে	কর্মদিবস ২: কাজ ১ সাইবার অপরাধ ও জরুরী সেবা বিষয়ক সমস্যা ও সমাধান কোড অনুযায়ী সাজানো। কর্মদিবস ২: কাজ ১ নিজেদের পুরো কাজের প্রক্রিয়াকে প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে সাজানো। তাদের কাজে পুনরাবৃত্তি বা শাখাবিণ্যাস কীভাবে কাজ করেছে তা চিহ্নিত করা।
৭.৩ বিভিন্ন	৭.৩.১	তথ্যের আদান	শিখন পরিবেশে	তারবিহীন ও	তারবিহীন ও	কর্মদিবস ৩: কাজ ৩

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা			পারদর্শিতার সূচকের সাথে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কাজের সম্পর্ক
			□	○	△	
ধরণের (তারযুক্ত, তারবিহীন ইত্যাদি) নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার কীভাবে হয় এবং তথ্যের সুরক্ষা কীভাবে হয় তা পর্যালোচনা করতে পারা		প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কৌশল নির্ধারণ করতে পারবে;	তারবিহীন ও তারযুক্ত নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ করে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করবে;	তারযুক্ত নেটওয়ার্কের সুবিধা অসুবিধার তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করবে;	তারযুক্ত নেটওয়ার্কে কীভাবে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার হয় তা পর্যালোচনা করে সেটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে এর প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পেরেছে;	প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদনে শিক্ষার্থী তার পুরো হেল্প ডেস্ক তৈরি ও ব্যবহারের প্রক্রিয়াটি তারবিহীন ও তারযুক্ত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে করলে কীভাবে করত তা বর্ণনা লিখবে।
৭.৫ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারা;	৭.৫.১	ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেকোন নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকল ধাপ অনুসরণ করে একাধিক নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	চাহিদা বিবেচনা করে সকল ধাপ যথাযথভাবে অনুসরণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে কার্যকরভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	কর্মদিবস ১: কাজ ৩ জরুরী সেবা সম্পর্কিত সমস্যা ও সমাধান চিহ্নিত
৭.৮ সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নীতিগত অবস্থান নির্ধারণ করতে পারা	৭.৮.১	সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নিজের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে সাইবার অপরাধ বিশ্লেষণ করে তার নৈতিক দিক উপলব্ধি করে নিজের করণীয় চিহ্নিত করতে পেরেছে;	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে সাইবার অপরাধ বিশ্লেষণ করে তার নৈতিক দিক উপলব্ধি করে নিজের করণীয় চিহ্নিত করতে পেরেছে;	যেকোন পরিবেশে সাইবার অপরাধ বিশ্লেষণ করে তার যথাযথ নৈতিক দিক বিবেচনা করে তা প্রতিরোধে যথাযথ করণীয় নির্ধারণ করতে পেরেছে;	কর্মদিবস ১: কাজ ৩ সাইবার ঝুঁকি সম্পর্কিত সমস্যা ও সমাধান চিহ্নিত
৭.৯ প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত শিষ্টাচার বজায় রাখা	৭.৯.১	উপযুক্ত শিষ্টাচার মেনে সক্রিয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পারবে।	শিখন পরিবেশে উপযুক্ত শিষ্টাচার অনুসরণ করে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পেরেছে;	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে উপযুক্ত শিষ্টাচার অনুসরণ করে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পেরেছে;	চাহিদা অনুসারে উপযুক্ত শিষ্টাচার অনুসরণ করে যথাযথভাবে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পেরেছে;	কর্মদিবস ২: কাজ ৪ প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের নিয়ম মেনে অতিথি আমন্ত্রণ কর্মদিবস ৩: কাজ ৪ হেল্প ডেস্কে তথ্য নিতে আসা ব্যক্তিদের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ বজায় রেখে সেবা

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা			পারদর্শিতার সূচকের সাথে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কাজের সম্পর্ক
			□	○	△	
						দিয়েছে

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	শ্রেণি : সপ্তম	বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা

পারদর্শিতার সূচক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৭.১.১ যেকোন তথ্য সংগ্রহ করে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারবে	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেকোন তথ্য নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে পেরেছে	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে একাধিক তথ্য তুলনা করে নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পেরেছে	বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনায় উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে
৭.২.১ ডিজাইন করা অ্যালগরিদমকে প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারবে।	শিক্ষার্থী একটি বাস্তব সমস্যাকে সমাধান করার লক্ষ্যে একটি এলগোরিদমকে প্রবাহচিত্রে রূপান্তর করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী একটি বাস্তব সমস্যাকে সমাধান করার লক্ষ্যে একটি এলগোরিদমকে প্রবাহচিত্রে রূপান্তর করে এটিকে সুডোকোডে প্রকাশ করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী যেকোনো অ্যালগরিদমকে প্রবাহচিত্রে রূপান্তর করতে পারছে এবং সেই প্রবাহচিত্রকে সুডো কোডে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছে
৭.৩.১ নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে	শিখন পরিবেশে তারবিহীন ও তারযুক্ত নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ করে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করবে;	তারবিহীন ও তারযুক্ত নেটওয়ার্কের সুবিধা অসুবিধার তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করবে;	তারবিহীন ও তারযুক্ত নেটওয়ার্কে কীভাবে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার হয় তা পর্যালোচনা করে সেটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত করে এর প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পেরেছে;
৭.৩.২ তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কৌশল নির্ধারণ করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে নেটওয়ার্কে তথ্য আদান প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় তার কৌশল নির্ধারণ করতে পেরেছে;	যেকোন পরিবেশে নেটওয়ার্কে তথ্য আদান প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় তার কৌশল নির্ধারণ করতে পেরেছে;	চাহিদা বিবেচনায় নেটওয়ার্কে তথ্য আদান প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় তার কৌশল নির্ধারণ করতে পেরেছে;
৭.৪.১ প্রেক্ষাপট ও মাধ্যম বিবেচনায় ডিজিটাল প্রযুক্তি	নিজস্ব প্রেক্ষাপটে সুনির্দিষ্ট মাধ্যম	নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন	চাহিদা বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন

ব্যবহার করে সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি করতে পারবে।	বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তৈরিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পেরেছে	মাধ্যমের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে কার্যকর কনটেন্ট তৈরি করতে পেরেছে	প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন মাধ্যমের জন্য কার্যকর কনটেন্ট তৈরি করতে পেরেছে
৭.৫.১ ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেকোন নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকল ধাপ অনুসরণ করে একাধিক নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	চাহিদা বিবেচনা করে সকল ধাপ যথাযথভাবে অনুসরণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে কার্যকরভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;
৭.৬.১ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বানিজ্যিকভাবে ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের কোনটি ব্যক্তিগত ও কোনটি বাণিজ্যিক তা জেনে তা অনুযায়ী ব্যবহার করেছে	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ভিন্নতা অনুযায়ী এর ভিন্ন ব্যবহারবিধি মেনে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করেছে	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ভিন্নতা উপলব্ধি করে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে
৭.৭.১ ভার্সুয়াল পরিচিতির নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণ করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে সেবা গ্রহণে তৈরিকৃত ভার্সুয়াল পরিচিতির নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	প্রয়োজন অনুসারে সরকারি বেসরকারি সেবা গ্রহণে তৈরিকৃত ভার্সুয়াল পরিচিতির নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;	চাহিদা বিবেচনা করে ভার্সুয়াল পরিচিতি কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণ করতে পেরেছে;
৭.৮.১ সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নিজের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে সাইবার অপরাধ বিশ্লেষণ করে তার নৈতিক দিক উপলব্ধি করে নিজের করণীয় চিহ্নিত করতে পেরেছে;	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে সাইবার অপরাধ বিশ্লেষণ করে তার নৈতিক দিক উপলব্ধি করে নিজের করণীয় চিহ্নিত করতে পেরেছে;	যেকোন পরিবেশে সাইবার অপরাধ বিশ্লেষণ করে তার যথাযথ নৈতিক দিক বিবেচনা করে তা প্রতিরোধে যথাযথ করণীয় নির্ধারণ করতে পেরেছে;
৭.৯.১ উপযুক্ত শিষ্টাচার মেনে সক্রিয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পারবে।	শিখন পরিবেশে উপযুক্ত শিষ্টাচার অনুসরণ করে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পেরেছে;	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে উপযুক্ত শিষ্টাচার অনুসরণ করে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পেরেছে;	চাহিদা অনুসারে উপযুক্ত শিষ্টাচার অনুসরণ করে যথাযথভাবে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পেরেছে;
৭.১০.১ তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চলমান পরিবর্তন নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে;	শিখন পরিবেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবর্তনসমূহ চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী আচরণ করতে	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবর্তনসমূহ চিহ্নিত করে সে	আঞ্চলিক পরিবেশকে উপলব্ধি করে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবর্তনসমূহ চিহ্নিত করে সে

	পারবে;	অনুযায়ী আচরণ করতে পারবে;	অনুযায়ী বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে আচরণ করতে পারবে;
--	--------	---------------------------	--

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

<p>8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে</p>	<p>অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে</p>	<p>অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে</p>	<p>অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে</p>
<p>9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে</p>	<p>প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না</p>	<p>দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না</p>	<p>দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে</p>
<p>10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে</p>	<p>ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে</p>	<p>ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না</p>	<p>ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে</p>

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট



ত্রৈপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম :

শিক্ষার্থীর নাম : শিক্ষার্থীর আইডি :

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ শিক্ষাবর্ষ :

বিষয়সমূহ

📖 বাংলা

📖 ইংরেজি

📖 গণিত

📖 বিজ্ঞান

📖 ডিজিটাল প্রযুক্তি

📖 ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

📖 জীবন ও জীবিকা

📖 ধর্ম শিক্ষা

📖 স্বাস্থ্য সুরক্ষা

📖 শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ

পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায়
যোগাযোগ করেছে

ভাষারীতি

বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের
দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের
বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক
বাক্য তৈরি করেছে

প্রায়োগিক যোগাযোগ

বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ

সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা
ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ
করেছে

মানবিক চিন্তন

কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের
মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক
সমালোচনা করেছে

English

Communication

Communicates with relevance
to a given context

Linguistic norms

Uses appropriate vocabulary
and expressions as required in
the context

Democratic practice

Values democratic atmosphere
in communication and
participates accordingly

Creative expression

Comprehends and relates to
literary texts

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান

সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক
অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে

সংখ্যা ও পরিমাণ

গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও
কৌশলের প্রয়োগ করেছে

জ্যামিতিক আকৃতি

নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে
পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে
পেরেছে

গাণিতিক সম্পর্ক

সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র
ব্যবহার করেছে

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের
সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ

পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন

কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ

মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেতন হয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা

প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পেরেছে

আইসিটি সক্ষমতা

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন

অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার

সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করেছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়

লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা

সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন

নিজের পছন্দ ও সক্ষমতা বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

পেশার পরিবর্তন এবং তার সংগে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা অর্জনের জন্য নিজ প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা

নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান

ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান

ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ

ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

কাউকে কষ্ট না নিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা

পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর

প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ					

নিষ্ঠা ও সততা					

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা					

মূল্যায়নের স্কেল

	=	অনন্য (Upgrading)	উপস্থিতির হার : %
	=	অর্জনমুখী (Achieving)	শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :
	=	অগ্রগামী (Advancing)
	=	সক্রিয় (Activating)
	=	অনুসন্ধানী (Exploring)
	=	বিকাশমান (Developing)
	=	প্রারম্ভিক (Elementary)

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

.....

.....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

.....

.....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর

তারিখ :

.....

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

তারিখ :

.....

অভিভাবকের স্বাক্ষর

তারিখ :



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ